ত্রৈমাসিক
তথ্য সাময়িকী
২০২০ জুলাই-সেপ্টেম্বর • শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪২৭

ভেতরের পাতায়

পিকেএসএফ চাকুরেদের আর্থিক সহায়তায় কোভিড ও বন্যা কবলিতদের অনুদান প্রদান	২
শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান	২
নতুন প্রকল্প RAISE	২
PACE প্রকল্পের অগ্রগতি	৩
প্রসপারিটি কর্মসূচি	৪
LIFT কর্মসূচি	৫
সমৃদ্ধি কর্মসূচি	৬
প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	৭
গবেষণা কার্যক্রম	৭
সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)	৮
জলবায়ু পরিবর্তন ও যুবদের ভূমিকা বিষয়ক কর্মশালা	৮
মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প	৯
ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রম সম্পর্কিত বিশেষ সভা	৯
পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রম	১০
নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্প	১০
আবাসন ঋণ কর্মসূচি	১০
পিকেএসএফ-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের মাঠ পরিদর্শন	১১
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১২
SEIP প্রকল্পের কার্যক্রম	১৩
গবাদিপশু সুরক্ষা সেবা কার্যক্রম	১৩
কৈশোর কর্মসূচি	১৪
পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র	১৫
ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের উন্নয়নে RMTP প্রকল্পের উদ্বোধন	১৬

পিকেএসএফ ভবন
ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮৮০-২-৮১৮১১৬৯
৮৮০-২-৮১৮১৬৬৪-৬৯
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮১৮১৬৭৮
ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েব: www.pksf-bd.org
facebook.com/pksf.org

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

১৫ আগস্ট ২০২০ ছিল স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী। সমগ্র জাতি এই দিনটিকে **জাতীয় শোক দিবস** হিসেবে পালন করে থাকে। বর্তমান বছরে জাতীয় শোক দিবস আমাদের জন্য ব্যাপকতর তাৎপর্য বহন করে। কারণ এ বছর আমরা মুজিব শতবর্ষও উদ্‌যাপন করছি। করোনাকালীন নানা বিধিনিষেধ মান্য করে এ বছর পিকেএসএফ এই দিবসটি একটি ভার্চুয়াল আলোচনা সভার মাধ্যমে পালন করে।

আলোচনা সভার প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি এবং প্রধান আলোচক ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আরমা দত্ত। সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ।

মাননীয় ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে শাহাদাত বরণকারী বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকলকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। ১৫ আগস্টকে জাতির ইতিহাসে একটি কালো দিন হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর মাত্র সাড়ে তিন বছর দেশ পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। এই অল্প সময়েই তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আরমা দত্ত বঙ্গবন্ধুর জীবন সংগ্রামের নানা দিক তুলে ধরেন। বঙ্গবন্ধুর অর্জন ও তাঁর আত্মত্যাগের যে মহিমা তা অপরিমেয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রক্তের কাছে চিরঋণী এবং এই ঋণ কোনো দিন শোধ হবার নয়।

পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মানুষ। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ আগামী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সবাইকে নিরলসভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

স্বাগত বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ বলেন, ১৫ আগস্ট জাতির জন্য একটি কলঙ্কময় দিন। শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার বিকল্প নেই।

ভার্চুয়াল এই আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ, জনাব অরিজিৎ চৌধুরী, জনাব পারভীন মাহমুদ ও জনাব নাজনীন সুলতানা। আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন। পিকেএসএফ ও বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এই ভার্চুয়াল আয়োজনে সংযুক্ত ছিলেন। আলোচনা শেষে ১৫ আগস্টে শাহাদাত বরণকারী বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকলের মাগফেরাত কামনা করে একটি দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজে অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

পিকেএসএফ চাকুরেদের আর্থিক সহায়তায় কোভিড ও বন্যা কবলিতদের অনুদান প্রদান

পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিগত বাংলা নববর্ষ উৎসব বোনাসের অংশবিশেষ হতে গঠিত তহবিল থেকে সিরাজগঞ্জ জেলায় **মানব মুক্তি সংস্থা** এবং জামালপুর জেলায় **প্রোগ্রেস** সংস্থার মাধ্যমে কোভিড ও বন্যাকবলিত সদস্যদের প্রায় ২২ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এই উপলক্ষে ১৭ আগস্ট ২০২০ তারিখে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ-এর সাথে সংস্থা দু'টির নির্বাহী প্রধান ও ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের অংশগ্রহণে একটি ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পিকেএসএফ-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশা প্রকাশ করেন যে, পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষ থেকে এই সীমিত সহযোগিতা দুর্গত সদস্যদের জন্য সহায়ক হবে। এক্ষেত্রে সংস্থা দু'টিকে এই আর্থিক সহযোগিতা ব্যবস্থাপনায় সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য তিনি পরামর্শ প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, **মানব মুক্তি সংস্থা** ১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী পালনের অংশ হিসেবে ১০৫ জন বন্যার্ত মানুষের মধ্যে এই অনুদানের একটি অংশ বিতরণ করে। **প্রোগ্রেস** সংস্থা ইসলামপুর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে দুর্গতের মাঝে অনুদানের অর্থ বিতরণ করে।

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী মোট ১৯টি সূচকের ভিত্তিতে এ বছর পিকেএসএফ-এর দু'জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দু'টি আলাদা শ্রেণিতে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সহকারী ব্যবস্থাপক হতে তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে জনাব আবুল কালাম আজাদ (সহকারী মহাব্যবস্থাপক) এবং সহকারী ব্যবস্থাপক-এর নিচের পদবীর মধ্যে জনাব সাবরীনা সুলতানা (অফিসার) এই পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হন। তাদের হাতে পুরস্কারের ক্রেস্ট, সনদ ও অর্থের চেক তুলে দেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ।

এছাড়া, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০ প্রান্তিকে পিকেএসএফ-এর শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত নীতিমালা অনুমোদিত হয়। নীতিমালাটি পিকেএসএফ-এর ওয়েবসাইটে সংযোজন করা হয়েছে।

নতুন প্রকল্প RAISE

কর্মসংস্থান খাতে কোভিড মহামারির প্রভাব মোকাবিলায় পিকেএসএফ বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জানুয়ারি ২০২১ হতে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু হবে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হলো কোভিড-এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সহযোগী সংস্থার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং নিম্নআয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা। SEIP প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট বিশ্বব্যাংকের সাথে সমন্বয় করে প্রকল্পটি প্রণয়নের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করছে।

PACE প্রকল্পের অগ্রগতি

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) এবং পিকেএসএফ-এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়নের পাশাপাশি বিভিন্ন সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক উপ-খাতের উন্নয়নে ভ্যালু চেইন উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি স্থানান্তর উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ পর্যন্ত পিকেএসএফ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্ভাবনাময় কৃষি ও অকৃষি উপ-খাতের উন্নয়নে ৭৪টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ সকল উপ-প্রকল্প ৪১টি জেলার ১৩৯টি উপজেলায় ৪৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন এ সকল উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ৩,০০,০৩৪ উদ্যোক্তা ও উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিবিধ কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছেন। অন্যদিকে, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তি স্থানান্তর করতে এ পর্যন্ত মোট ২৩টি প্রযুক্তি স্থানান্তর উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল প্রযুক্তি স্থানান্তর উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ২০,৩১৩ কৃষক ও উদ্যোক্তা উপযুক্ত প্রযুক্তি গ্রহণে সহায়তা পাচ্ছেন, যার ফলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নতুন ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০ প্রান্তিকে ৩টি নতুন ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে:

- **উন্নত পদ্ধতিতে উচ্চ মূল্যের মশলা চাষ এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরণ:** সহযোগী সংস্থা 'সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি'-এর মাধ্যমে ফরিদপুর জেলায় এই উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ফরিদপুর জেলার সদর এবং বোয়ালমারী উপজেলায় ১,০০০ কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা নানাবিধ কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছেন।
- **ইকোলজিক্যাল ফার্মিং পদ্ধতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে চরাঞ্চলে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধিকরণ:** নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে দেশে জৈব কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে এই উপ-প্রকল্প সহযোগী সংস্থা 'আমরা কাজ করি (একেকে)'-এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে ফরিদপুর জেলার চরভদ্রাসন উপজেলায় ১,০০০ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা নানাবিধ কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছেন।
- **কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও কাঁকড়া বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** বাগেরহাট জেলার রামপাল ও মংলা উপজেলায় সহযোগী সংস্থা 'নবলোক পরিষদ'-এর মাধ্যমে এই উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মোট ১,০০০ কাঁকড়া চাষী ও উদ্যোক্তাকে আর্থিক, কারিগরি ও প্রযুক্তি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। ক্র্যাবলেট নার্সিং বিষয়ে চাষীদের দক্ষতা উন্নয়ন, ক্র্যাবলেট চাষের আধুনিক চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করতে প্রদর্শনী খামার স্থাপনসহ মানসম্পন্ন কাঁকড়া উৎপাদন ও বিপণনে চাষী ও উদ্যোক্তাদের কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

PACE প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত অর্থায়ন বিষয়ক মিশন

ছয় বছর মেয়াদী PACE প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসে শেষ হবার কথা ছিল। বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে ২৬ মার্চ ২০২০ হতে সরকার কর্তৃক ঘোষিত সাধারণ ছুটির কারণে বাস্তবায়নাধীন এই প্রকল্পের সমাপনী বর্ষের বাস্তবায়ন কাজ ব্যাহত হয়। ক্ষুদ্র উদ্যোগ কর্মকাণ্ডে অর্থায়নসহ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ডসমূহ চালুকরণ ও নির্ধারিত কর্মকাণ্ড সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রকল্পটির মেয়াদ আরও দুই বছর বৃদ্ধি এবং বর্ধিত মেয়াদে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রকল্পের অনুকূলে আরও ১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নের জন্য পিকেএসএফ অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রস্তাব করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, প্রকল্পের অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) প্রকল্পের মেয়াদ আরো দুই বছর অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুদ্ধারে প্রকল্পের অনুকূলে অতিরিক্ত ১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন করতে সম্মত হয়। বিগত ২৯ জুলাই হতে ১৬ আগস্ট ২০২০ তারিখ পর্যন্ত ইফাদের একটি মিশন বর্ধিত মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য এ প্রকল্পের প্রস্তাবনা প্রণয়নে কাজ করে। ১৩ আগস্ট ২০২০ তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের যুগ্ম সচিব জনাব আবদুল বাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত অর্থায়ন মিশনের ভার্চুয়াল সমাপনী সভায় মিশনের সদস্যগণ PACE প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রকল্পের মাধ্যমে পরিচালিত বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পিকেএসএফ-এর পক্ষ হতে জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এবং ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম, সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) সভায় অংশগ্রহণ করেন।

PACE প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন

গত ১৩-২৬ সেপ্টেম্বর ইফাদের একটি সুপারভিশন মিশন PACE প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করে। ৬ সদস্যের এই মিশন প্রকল্প সহায়তায় পরিচালিত বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোগ এবং ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। বিগত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব অরিজিৎ চৌধুরীর সভাপতিত্বে সুপারভিশন মিশনের সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সুপারভিশন মিশন PACE প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রকল্পের মাধ্যমে পরিচালিত বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন।

প্রসপারিটি কর্মসূচি

যুক্তরাজ্য সরকারের এফসিডিও (ভূতপূর্ব ডিএফআইডি) ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ অর্থায়নে ২০ লক্ষ মানুষের অতিদারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে Pathways to Prosperity for Extremely Poor People (PPEPP), সংক্ষেপে 'প্রসপারিটি' কর্মসূচি। প্রথম পর্যায়ে ২০২০ থেকে ২০২৫ মেয়াদে ২.৫ লক্ষ অতিদরিদ্র খানা এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হবে। বহুমাত্রিক এই কর্মসূচি জলবায়ুজনিত ঝুঁকিতে থাকা দেশের তিনটি ভৌগোলিক অঞ্চল -- উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তিস্তা নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদ সংলগ্ন উপজেলাসমূহ; সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা ও দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতাপ্রবণ দক্ষিণ-পশ্চিমের উপকূলীয় অঞ্চল; এবং বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উত্তর-পূর্বের হাওর অঞ্চলে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কর্মসূচির আওতায় সেবা প্রদান

প্রসপারিটি কর্মসূচির আওতায় অতিদরিদ্র খানায় জীবিকায়ন কম্পোনেন্টের আওতায় আর্থিক পরিষেবা, দক্ষতা উন্নয়ন, কারিগরি সেবা, জীবিকায়ন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ভ্যালু চেইন উন্নয়ন ও বাজার সম্প্রসারণ, এবং দুর্যোগ ও জলবায়ু অভিঘাত সহিষ্ণুতা বিষয়ক বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে কর্মসূচির পাইলটিংভুক্ত এলাকায় সদস্যরা কৃষি, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য চাষ বিষয়ক পুষ্টি-সংবেদনশীল জীবিকা এবং বিভিন্ন অকৃষিজ উদ্যোগে আত্মনিয়োগ করেছেন।

এসব সদস্যরা ব্রয়লার ও দেশি মুরগী পালন, কবুতর পালন, ডিচ পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ, চৌবাচ্চায় উচ্চমূল্যের মৎস্য চাষ, ভাসমান খাঁচায় মৎস্য চাষ, উপকূলে সমন্বিত মৎস্য চাষ, কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়েছেন। বৈচিত্র্যময় এই উদ্যোগসমূহ অতিদরিদ্র খানাগুলোর আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পুষ্টি চাহিদা পূরণেও ভূমিকা রাখছে।

কর্মসূচির আওতায় কৃষি, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য চাষ এবং নির্বাচিত খানার সক্ষমতা ও সম্পদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী উপযুক্ত প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, কিছু কর্মএলাকায় সদস্যরা দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে হস্তশিল্প ও পোশাক তৈরির কাজ শুরু করেছেন।

জরুরি নগদ অর্থ সহায়তা কার্যক্রম

প্রসপারিটি কর্মসূচির আওতায় পাইলটিংভুক্ত কর্মএলাকায় বসবাসকারী প্রায় ৩০,০০০ অতিদরিদ্র খানায় জরুরি নগদ অর্থ সহায়তা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। চলমান কোভিড-১৯ মহামারির ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে জীবিকার সুযোগের সীমাবদ্ধতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এসব খানা খাদ্য ও অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণে অক্ষম হয়ে পড়েছে। এই সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় দেশের ১০ জেলায় প্রসপারিটি'র পাইলটিং কর্মএলাকাভুক্ত ১৭টি ইউনিয়নে বসবাসকারী নির্বাচিত অতিদরিদ্র খানাগুলোকে মাসিক ৩,০০০ টাকা হারে তিন মাস অর্থ সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জরুরি সহায়তা কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে সরাসরি গ্রহীতার বিকাশ, রকেট, নগদ-এর মতো মোবাইল ফাইন্যান্সিং সার্ভিসেস (এমএফএস) এবং এজেন্ট ব্যাংকিং এ্যাকাউন্টে অর্থ প্রেরণ করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থ সহায়তা প্রদান পদ্ধতি যাচাইয়ে সেপ্টেম্বর মাসে পাইলটিং ভিত্তিতে কিছু ইউনিয়নে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়।

অতিদরিদ্র খানা চিহ্নিতকরণ কার্যক্রম

প্রসপারিটি কর্মসূচির মূল পর্বের আওতায় কর্মএলাকাভুক্ত ইউনিয়নগুলোতে অতিদরিদ্র খানা চিহ্নিতকরণ কার্যক্রম পুরোদমে চলমান। সোশ্যাল ম্যাপিং ও এফজিডি পদ্ধতির সমন্বয়ে প্রসপারিটি কর্মসূচির আওতায় গৃহীত নতুন পদ্ধতি 'পার্টিসিপেটরি এক্সট্রিম পুওর আইডেন্টিফিকেশন টেকনিক'-এর মাধ্যমে ৩.৫ লক্ষ খানা প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয়েছে। কর্মসূচির আওতায় আগামী ৫ বছরে সর্বমোট ২.৫ লক্ষ অতিদরিদ্র খানায় বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করা হবে।

দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, হাওর ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকার সমন্বয়ে গঠিত প্রসপারিটি'র কর্মএলাকাভুক্ত ১৫ জেলার ২৪৬টি ইউনিয়নে ইতোমধ্যে স্থাপিত ১৭৫টি শাখা (প্রকল্প ইউনিট/উপ-প্রকল্প ইউনিট)-এর অধীনে অতিদরিদ্র খানা চিহ্নিতকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কর্মসূচিটি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নকারী ১৯টি সহযোগী সংস্থার ১,৪০০ জন কর্মী ও ৫৩০ জন তথ্য সংগ্রহকারী এই খানা চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত রয়েছেন।

খানা চিহ্নিতকরণ কার্যক্রম শুরুর পূর্বে সংস্থা পর্যায়ে নিয়োগপ্রাপ্ত জনবলকে খানা চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়ার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রসপারিটি কর্মসূচির আওতায় এক বছর মেয়াদী (এপ্রিল ২০১৯ থেকে মার্চ ২০২০) ইনসেপশন পর্বের আওতায় পাইলটিং পর্যায়ে প্রায় ৩৪,০০০ অতিদরিদ্র খানা চিহ্নিত করা হয়। এসব খানা ইতোমধ্যে কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন সেবা পাচ্ছেন।

সুপেয় পানি বণ্টন কার্যক্রম

সাইক্লোন আম্পান কবলিত মানুষের মাঝে প্রসপারিটি কর্মসূচির আওতায় বিনামূল্যে সুপেয় পানি বণ্টন কার্যক্রম সেপ্টেম্বর মাসে সমাপ্ত হয়েছে। সাতক্ষীরা জেলার গাবুরা ও আনুলিয়া ইউনিয়নে বসবাসকারী অতিদরিদ্র খানাগুলোতে সুপেয় পানির অভাব পূরণে সহযোগী সংস্থা নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ)-এর অধীনে গত ২০ জুন ২০২০ তারিখে এই কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রসপারিটি কর্মসূচির আওতায় গাবুরা ও আনুলিয়া ইউনিয়ন দু'টিতে বসবাসকারী অতিদরিদ্র খানায় কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে সর্বমোট ৯.৬২ লক্ষ লিটার সুপেয় পানি বিতরণ করা হয়েছে।

প্রসপারিটি কর্মসূচির আওতায় গাবুরা ইউনিয়নের ২৪০টি পানি বিতরণ পয়েন্টে স্থানীয় অতিদরিদ্র খানাসমূহে ৪.৭৪ লক্ষ লিটার সুপেয় পানি এবং আনুলিয়া ইউনিয়নের ২৪৪টি পানি বিতরণ পয়েন্টে স্থানীয় অতিদরিদ্র খানাসমূহে ৪.৮৮ লক্ষ লিটার সুপেয় পানি বিতরণ করা হয়েছে।

সমন্বিত ভার্চুয়াল ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম

প্রসপারিটি কর্মসূচির আওতায় সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে সমন্বিত ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। চলমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে এবং কর্মসূচিভুক্ত কর্মীদের ভ্রমণ বিধিনিষেধের প্রেক্ষাপটে গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে অনলাইনে এই ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম শুরু হয়।

পাঁচ পর্যায়ে এই ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম ১৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখে শেষ হয়।

এর মাধ্যমে সংস্থা পর্যায়ের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত ১৯টি সংস্থাভুক্ত প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর; জীবিকায়ন, পুষ্টি ও কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কম্পোনেন্ট বিষয়ক টেকনিক্যাল অফিসার ও এসিস্ট্যান্ট টেকনিক্যাল অফিসার; এমআইএস অফিসারসহ মোট ৪৪৩ কর্মকর্তা এতে অংশ নিয়েছেন।

পিকেএসএফ ও সংস্থা পর্যায়ে কার্যক্রম বিষয়ক বৈঠক

প্রসপারিটিভুক্ত ৯টি সহযোগী সংস্থার অধীনে নিয়োজিত ৩৫০ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণে কর্মসূচির সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে কয়েক দফা অনলাইন বৈঠক আয়োজন করা হয়। কর্মসূচির মাঠ কার্যক্রমের সার্বিক সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে আয়োজিত এসব বৈঠকে মাসিক অগ্রগতি নিয়েও বিশদ মতবিনিময় হয়। পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তারা এসব অনলাইন বৈঠক পরিচালনা করেন।

অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভা

প্রসপারিটি কর্মসূচির 'প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ)' ভুক্ত বিভিন্ন টীম ও কম্পোনেন্ট-এর সদস্যদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সাধনে বিভিন্ন বৈঠকের আয়োজন করা হয়। কর্মসূচি বাস্তবায়নে কার্যকরী মাঠ কার্যক্রম কৌশল-পদ্ধতি প্রণয়নে জীবিকা, পুষ্টি, জনগোষ্ঠির সংঘবদ্ধতা বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন অধিবেশন আয়োজন করা হয়।

LIFT কর্মসূচি

পিকেএসএফ উদ্ভাবনীমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে দেশজুড়ে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়ন প্রয়াসে ২০০৬ সাল থেকে Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে বিভিন্ন সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন: প্রবীণ ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, দলিত ও বেদে সম্প্রদায়, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ, হাওর ও চরবাসীর জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম সফলতার সাথে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে ৩৪টি সৃজনশীল উদ্যোগ ৫৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন। বর্তমানে দেশের ৩৪টি জেলায় এই কর্মসূচি বিস্তৃত। 'কাউকে বাদ দিয়ে নয়'-এসডিজি-এর এই লক্ষ্যকে প্রাধান্য দিয়ে LIFT কর্মসূচির অধীনে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি সম্ভাবনাময় উদ্যোগসমূহের সম্প্রসারণ ও প্রতিরূপায়ণ চলমান রয়েছে।

তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের পাশে LIFT কর্মসূচি

তৃতীয় লিঙ্গ/হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে LIFT কর্মসূচির আওতায় নানাবিধ দক্ষতা উন্নয়নমূলক ও আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সহযোগী সংস্থা 'টিএমএসএস' এর মাধ্যমে বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলায় বসবাসকারী হিজড়া জনগোষ্ঠীকে নিয়ে একটি LIFT উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৯ সাল থেকে চলমান এই উদ্যোগের আওতায় দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ৭০ জন হিজড়াকে সফলভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে ২০ জন হিজড়াকে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কেউ কেউ তহবিল সহায়তা গ্রহণ করে ছাগল পালন ও ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরেছেন। LIFT উদ্যোগের ফলে এদের বেশিরভাগই ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

পিকেএসএফ ২০১০ সাল থেকে 'দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। বর্তমানে ১১৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ২০২টি ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও ওয়াশ

এই কার্যক্রমের আওতায় ২,৬৫০ স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং ৩৭৫ স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০ প্রান্তিকে স্ট্যাটিক ক্লিনিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে মোট ১,৩৬,৫৯২ জন মানুষকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, সদ্য শুরু হওয়া ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবার অংশ হিসেবে পিকেএসএফ-এর ৫০টি সহযোগী সংস্থার আওতায় প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে।

৭-২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ সময়কালে ১১৫টি সহযোগী সংস্থা এবং দুইটি অংশী প্রতিষ্ঠানের মোট ৩৭১ জন স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে মোট ৭টি ব্যাচে 'স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি' বিষয়ক প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (ToT) ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন উক্ত প্রশিক্ষণ অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন। প্রশিক্ষণে কোভিড-১৯ মহামারিকালে স্বাস্থ্যকর্মীদের করণীয় বিষয়ে অধিবেশন পরিচালনা করেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে করোনা ইউনিটে কর্মরত ডাঃ মোঃ সালেহ মাহমুদ তুষার।

শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম

বর্তমানে দেশব্যাপী ২০২টি ইউনিয়নের ৬,৬২৯টি শিক্ষা কেন্দ্রে ১,৭৩,৩১৪ জন শিক্ষার্থীকে এই শিক্ষা সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে সমৃদ্ধিভুক্ত এলাকায় প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমে ০.০৬%-এ নেমে এসেছে। উল্লেখ্য, সরকারি হিসেবে সারাদেশে এই হার প্রায় ৪-৪.৫%।

আর্থিক সহায়তা

- **বিশেষ সঞ্চয়:** বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রমের মাধ্যমে অতিদরিদ্র পরিবারসমূহের মধ্যে নারীপ্রধান ও প্রতিবন্ধী সদস্য রয়েছে এমন পরিবারসমূহে জমাকৃত অর্থের সমপরিমাণ অনুদান (সর্বোচ্চ ২০,০০০ টাকা) প্রদান করে নানা রকম আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করা হয়। এই কার্যক্রমের আওতায় চলতি বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০ মাসে ২৩২ জন সদস্য ১,৩৪,৪০০ টাকা তাদের ব্যাংক হিসেবে জমা করেছেন। পিকেএসএফ থেকে এ যাবৎ ২,৩৮৮ জন বিশেষ সঞ্চয়ীকে সফলভাবে মেয়াদপূর্ণ করায় অনুদান হিসেবে ৩.২৩ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- **উপযুক্ত ঋণ:** সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ ও সম্পদ সৃষ্টি ঋণ -- এই তিন ধরনের ঋণ সেবা দেওয়া হয়। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০ প্রান্তিকে মাঠপর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ৩২.৩৪ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কেন্দ্র: বর্তমানে দেশব্যাপী ২০২টি ইউনিয়নে ১,৪৮২টি কেন্দ্র সচল রয়েছে।

ওয়ার্ড সমন্বয় সভা: স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত সদস্যরা প্রতি ওয়ার্ডে অবস্থিত সমৃদ্ধি কেন্দ্রগুলিতে প্রতি দুই মাসে একটি সভায় মিলিত হন। এই সভায় তারা সাধারণত সামাজিক মূলধন গঠন নিয়ে আলোচনা এবং সমৃদ্ধির উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন।

- **সমৃদ্ধ বাড়ি:** প্রতিটি বসতবাড়ির নিজস্ব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে এর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার প্রয়াস থেকে উদ্ভব হয়েছে 'সমৃদ্ধ বাড়ি'র ধারণা। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০ প্রান্তিকে সমৃদ্ধি ইউনিয়নগুলোতে মোট ৮৩টি সমৃদ্ধ বাড়ি গড়ে তোলা হয়েছে। সারাদেশে এখন মোট ১৩,৬২১টি সমৃদ্ধ বাড়ি রয়েছে।
- **বন্ধুচুলা ও সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা:** সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব এবং নবায়নযোগ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া হয়। তাই পরিবেশ দূষণ কমাতে ও প্রতিদিনের কর্মকাণ্ড সহজ করতে চালু করা হয়েছে পরিবেশবান্ধব চুলা এবং সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা। বর্তমানে ৫১,৩১২টি বসতবাড়িতে বন্ধুচুলা ও ৭৪,৯২৫টি পরিবারে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

দারিদ্র্য দূরীকরণে বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে পিকেএসএফ-এর **প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন** উদ্যোগ বর্তমানে 'সমৃদ্ধি'-র একটি বিশেষ কার্যক্রম হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে ১০৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ২১৮টি ইউনিয়নে (সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়ন ১৮৩টি এবং সমৃদ্ধি বহির্ভূত ৩৫টি) এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২,০৮,৪২১ নারীসহ মোট ৪,০৯,৪৬৫ প্রবীণকে এই কার্যক্রমের আওতায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

এ কর্মসূচির আওতায় জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০ ত্রৈমাসিকে পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডসমূহ হলো:

- ওয়ার্ড কমিটির ৫,৪২৬টি ও ইউনিয়ন কমিটির ৬৪৮টি সভা আয়োজন।
- ৯,২০০ নারী ও ৯,৬১০ জন পুরুষ প্রবীণকে জনপ্রতি ৫০০ টাকা হারে মোট ২.৮২ কোটি টাকা পরিপোষক ভাতা প্রদান ।
- বিশেষ সহায়তা উপকরণ হিসেবে অসহায় প্রবীণদের মাঝে ৪,৫২০টি কম্বল, ৩,১৮০টি ওয়াকিং স্টিক ও ২২৪টি হুইল চেয়ার বিতরণ।
- ৫২৯জন অসচ্ছল প্রবীণের মৃত্যুর পর সৎকারের জন্যে প্রত্যেক পরিবারকে এককালীন ২,০০০ টাকা হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান।
- সমাজে অনন্য অবদানের জন্য ১৩৪ প্রবীণ ব্যক্তি এবং সঠিকভাবে মা-বাবার তত্ত্বাবধান করার জন্য ১৬৪ জন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে সম্মাননা প্রদান।
- ১৮৩টি ইউনিয়নে সমৃদ্ধি স্বাস্থ্যসেবার আওতায় এবং শুধুমাত্র প্রবীণ কার্যক্রমে ৩৫টি ইউনিয়নে স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ২.১০ লক্ষ প্রবীণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।
- কর্মক্ষম প্রবীণদেরকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের আওতায় এ পর্যন্ত ১৫,১১১ জন প্রবীণকে বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধনমূলক কাজের (যেমন-হাঁস-মুরগি, ছাগল ও গরু পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রভৃতি) প্রশিক্ষণ প্রদান।
- কর্মক্ষম ও আগ্রহী প্রবীণদেরকে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে সহযোগিতার জন্য প্রবীণবান্ধব ঋণ নীতিমালা অনুমোদনের মাধ্যমে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ৫.৪০ কোটি টাকা ছাড়করণ।

সহায়ক কর্মসূচি: প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ২টি সহায়ক সংগঠন -- 'বাংলাদেশ ডিমেনশিয়া ফ্রেন্ডস্ কমিটি' এবং 'প্রবীণ অধিকার মঞ্চ, বাংলাদেশ'-এর মাধ্যমে প্রবীণদের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের নীতিমালার পাশাপাশি অন্যান্য উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশ্ব প্রবীণ দিবস উপলক্ষে গত ৪ অক্টোবর 'প্রবীণ অধিকার মঞ্চ, বাংলাদেশ'-এর আয়োজনে একটি ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও এই মঞ্চের সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ, এবং পিকেএসএফ-এর উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মঞ্চের কোষাধ্যক্ষ ড. মোঃ জসীম উদ্দিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন। দেশের বিভিন্ন প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ এতে অংশগ্রহণ করেন।

গবেষণা কার্যক্রম

পিকেএসএফ-এর 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির আওতাভুক্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী চলমান কোভিড মহামারি মোকাবেলায় অন্যদের চেয়ে বেশি অভিযোজন সক্ষমতা দেখিয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম জনসংখ্যার কর্মঘণ্টার ওপর ভিত্তি করে দেখা যায় যে, করোনা মহামারিকালীন (জুন ২০২০) সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নে বেকারত্বের হার ছিল ৪৫% এবং সাধারণ কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নে এই হার ছিল ৭৫%। এমন ফলাফল উঠে এসেছে পিকেএসএফ কর্তৃক পরিচালিত Effect of COVID-19 Pandemic on the Lives and Livelihoods of the Households in ENRICH and Non-ENRICH Unions of PKSF and their Resilience Capacity শীর্ষক এক গবেষণায়।

২৬ আগস্ট ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত পিকেএসএফ পরিচালনা পর্ষদের ২২৮তম সভায় এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা প্রদান করেন ড. তাপস কুমার বিশ্বাস, পরিচালক (গবেষণা)। গবেষণার জন্য জরিপ এলাকা হিসেবে জয়পুরহাট জেলার ক্ষেতলাল উপজেলার 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচিভুক্ত বড়তারা ইউনিয়নকে এবং কন্ট্রোল এলাকা হিসেবে একই জেলার সদর উপজেলার আমদই ইউনিয়নকে দৈবচয়ন প্রক্রিয়ায় নির্বাচন করা হয়।

গবেষণায় আরও দেখা যায় যে, ২০১৯ সালে 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নে দরিদ্র ও অতিদরিদ্রের হার ছিল যথাক্রমে ২.৫% ও ০.৭৫% যেখানে সাধারণ কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নে এই হারসমূহ ছিল ১০% ও ৭%। করোনা মহামারিকালীন 'সমৃদ্ধি' ইউনিয়নে দরিদ্র ও অতিদরিদ্রের হার বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৫.৭৫% ও ২৫.৫০%। অপর পক্ষে, সাধারণ ইউনিয়নে এই হার ছিল যথাক্রমে ৬৯% ও ৬১%। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী খানাসমূহের মাঝে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি ও আয় হ্রাসের সাথে খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকিও বেড়েছে।

মহামারির প্রভাব প্রতিরোধে অভিযোজন ক্ষমতা সূচকে দেখা যায় যে, 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নে ১৬.৭৫% খানা পুরোপুরি অভিযোজনসক্ষম ছিল, ৪০.৭৫% খানা আংশিকভাবে অভিযোজনসক্ষম ছিল এবং ৪২.৫০% খানা অভিযোজনে অক্ষম ছিল। সাধারণ কর্মসূচিভুক্ত খানাসমূহের ১.৫০% অভিযোজনসক্ষম ছিল, ৩৪% আংশিকভাবে অভিযোজনসক্ষম ছিল এবং ৬৪.৫০% অভিযোজনে অক্ষম ছিল।

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)

বাংলাদেশের ব্যবসাগুচ্ছভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিতে পরিবেশসম্মত উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রচলন, এদের বিপণন সামর্থ্য বৃদ্ধি ও ব্র্যান্ড তৈরিতে সহযোগিতার পাশাপাশি পরিবেশগত টেকসহিতা অর্জনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে পিকেএসএফ বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় 'সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির মোট বাজেট ১৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ যথাক্রমে ১১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন করবে। পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন পর্ষদ সভায় এ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৪৯টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ৫৭৪ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩১১ কোটি টাকা ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

সভা, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

- ২৬ জুলাই ২০২০ তারিখে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব একিউএম গোলাম মাওলা-এর সভাপতিত্বে এসইপি প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ উপ-প্রকল্প ধারণাপত্র মূল্যায়ন কমিটির ৮ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ সহযোগী সংস্থা প্রদত্ত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা এবং বাজেট উপস্থাপন করেন। দু'টি সভায় সর্বমোট ৬টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ৩৯ কোটি টাকার **অগ্রসর** ঋণ অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়, যা পিকেএসএফ-এর পর্ষদ কর্তৃক পরবর্তী সময়ে অনুমোদিত হয়।
- প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক দাখিলকৃত বিস্তারিত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনাসমূহ মূল্যায়নের জন্য পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তা এবং বহিঃবিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত কারিগরি কমিটির ৮ম সভা ১৯ জুলাই ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৫টি সহযোগী সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ড মূল্যায়নসহ বাজেট অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়।
- বিগত জুলাই মাসে মোট ০৪টি ব্যাচে ৪৩টি সহযোগী সংস্থার ৩০০ কর্মকর্তাকে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে 'এসইপি পলিসি এবং সেফগার্ড ডকুমেন্টস' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- ১২ আগস্ট ২০২০ তারিখে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নযোগ্য পরিবেশগত কর্মকাণ্ড বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
- বিগত সেপ্টেম্বর ২০২০ মাসে বিস্তারিত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা কর্মকাণ্ড বিষয়ক একাধিক উপস্থাপনা আয়োজিত হয়। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের-এর সভাপতিত্বে বিভিন্ন উপ-প্রকল্প কর্মকাণ্ড বিষয়ে আলোচনা হয় এই সভাসমূহে। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মতামতের পরে ০৪টি Detailed Sub-Project Proposal (DSPP) বিশ্বব্যাংকের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়।

- ২৩ জুলাই ২০২০ তারিখে প্রকল্পের আওতায় ৭টি সহযোগী সংস্থার নিকট থেকে উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা আহ্বানের জন্য একটি কর্মশালা আয়োজিত হয়।
- আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর ২০২০ মাসে উপখাত সমীক্ষার ওপরে একাধিক উপস্থাপনা অনুষ্ঠিত হয়। দুগ্ধজাত পণ্য, ফল, সবজি এবং প্লাস্টিক সাব-সেক্টরের সেক্টর বিশেষজ্ঞবৃন্দ তাদের সমীক্ষার ফলাফল উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের-এর নিকট উপস্থাপন করেন।
- প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত ৪১টি সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বিগত ১-২ সেপ্টেম্বর তারিখে Quarterly Progress Review Meeting আয়োজন করা হয়। এতে, সহযোগী সংস্থার ঋণ বিতরণ অগ্রগতি, কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন, কোভিড প্রতিরোধক গাইডলাইন অনুসারে কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও অন্যান্য বিষয় আলোচনা করা হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন ও যুবদের ভূমিকা বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রমে যুবদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে 'জলবায়ু পরিবর্তন ও যুবদের ভূমিকা' শীর্ষক একটি ভার্চুয়াল কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মাসুদ আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট। কর্মশালায় বিষয়বস্তুর ওপর উপস্থাপনা প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ।

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে পিকেএসএফ-এর 'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রম ও 'কিশোরী ক্লাবের' তরুণদের অংশগ্রহণে সরব এই কর্মশালায় আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন। অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ ও বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। পিকেএসএফ-এর অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজে অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প

বিশ্বব্যাংক এবং এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি)-এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত পিকেএসএফ 'মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি' শীর্ষক প্রকল্পটি দেশের ৪টি বিভাগের ১৮টি জেলার ৭৮টি নির্বাচিত উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হবে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে এসডিজির ৬.১ ও ৬.২ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও ওয়াশ সেবার মানোন্নয়নের জন্য 'নিরাপদে-পরিচালিত' পরিষেবাদি নিশ্চিত করা হবে।

পাঁচ বছর মেয়াদী প্রকল্পটি আগামী জানুয়ারি ২০২১ থেকে শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল ২০২১-২৫।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং পিকেএসএফ এই প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট কম্পোনেন্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। এই প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এ্যাসোসিয়েশন এবং এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক মোট ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন করবে।

নেগোসিয়েশন সভা

বিগত ২০ আগস্ট ২০২০ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি দলের সাথে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নেগোসিয়েশন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বিশ্বব্যাংকের পর্ষদে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। সভায় সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন পাটোয়ারী এবং বিশ্বব্যাংকের ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন স্পেশালিস্ট জনাব রোকেয়া আহমেদ নিজ নিজ দলের প্রতিনিধিত্ব করেন।

২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের প্রতিনিধি দলের মধ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই ধারাবাহিকতায় ১৬ অক্টোবর এআইআইবি পর্ষদে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে।

ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত এই সভায় সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী এবং এআইআইবি-এর সিনিয়র ইনভেস্টমেন্ট অপারেশনস স্পেশালিস্ট জনাব তোশিয়াকি কেইচো নিজ নিজ দলের প্রতিনিধিত্ব করেন। সভা শেষে উভয়পক্ষ সভার কার্যবিবরণিতে স্বাক্ষর করেন। নেগোসিয়েশন সভাসমূহে বাংলাদেশ দলের সদস্য হিসেবে পিকেএসএফ-এর প্রতিনিধিত্ব করেন জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রম সম্পর্কিত বিশেষ সভা

ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ এবং এ খাতের বিকাশে করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে বিগত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই ভার্চুয়াল সভায় পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রমের ক্রমবিকাশ, গৃহীত কর্মকাণ্ড এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে অনুষ্ঠানে একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্যানেল লিডার এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দসহ পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন PACE, RMTP, WASH, SEP, RAISE প্রকল্পসমূহের আওতাধীন সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্য হতে ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়নে দক্ষতার সাথে কাজ করছে এমন অধিকতর সম্ভাবনাময় ৭০টি সংস্থার প্রধান নির্বাহীসহ মোট ৯৩ জন উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করেন।

ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ঝুঁকি হ্রাসসহ অধিকতর স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশপাশি এ খাতের চ্যালেঞ্জ (উপযুক্ত প্রযুক্তি, ব্র্যান্ডিং, ই-কমার্সের মাধ্যমে বিপণন, ডিজিটাল মানি ট্রান্সফার, ক্রাউড ফান্ডিং, সার্টিফিকেশন ইত্যাদি) মোকাবেলার বিভিন্ন কৌশল নিয়ে সভায় আলোচনা হয়।

সহযোগী সংস্থার প্রধান নির্বাহীবৃন্দ ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাত বিকাশে পিকেএসএফ-এর গৃহীত কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এ খাতের বিকাশে তাদের মতামত তুলে ধরেন।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রম

ECCCP- Flood শীর্ষক প্রকল্পের অগ্রগতি

জাতিসংঘের গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (CGF) কর্তৃক অনুমোদিত Extended Community Climate Change Project-Flood (ECCCP-Flood) শীর্ষক চার বছর মেয়াদী এই প্রকল্প বাংলাদেশের বন্যাদুর্গত পাঁচটি জেলায় বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৯টি সহযোগী সংস্থা নির্বাচন করা হয়েছে।

বিগত ২০ আগস্ট ২০২০ তারিখে প্রকল্পটির উদ্বোধনী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সভাপতিত্ব করেন। জনাব ফাতিমা ইয়াসমিন, সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. রফিক আহাম্মদ। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

এছাড়াও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার নির্বাহী কর্মকর্তাদের সাথে একটি ভার্চুয়াল সভা বিগত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ সভাপতিত্ব করেন।

GCF-Readiness প্রকল্পের অগ্রগতি

পিকেএসএফ ও বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রস্তুত ও প্রকল্প পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে GCF-Readiness প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

বিগত ০৬ আগস্ট ২০২০ তারিখে প্রকল্পটির উদ্বোধনী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ সভাপতিত্ব করেন। এতে জনাব জিয়াউল হাসান

এনডিসি, সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রধান অতিথি এবং ড. নাহিদ রশিদ, অতিরিক্ত সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা, এবং এনজিও ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা প্রস্তুতকরণ

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের উদ্যোগে ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য দশটি পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

নির্দেশিকাসমূহ সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ এবং অংশীজনদের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পাঁচটি (গবাদিপশুর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পাদুকা শিল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, তাঁত শিল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ আম উৎপাদন এবং কলা চাষে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা) নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়েছে।

নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্প

পিকেএসএফ ও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে নিম্নআয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়নে ২০১৬ সাল হতে নির্বাচিত পৌরসভা এবং সিটি করপোরেশনে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের 'শেল্টার লেন্ডিং এ্যান্ড সাপোর্ট' শীর্ষক পর্যায়-৩-এর আওতায় নির্বাচিত ১৩টি শহরে সাতটি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

পিকেএসএফ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সাতটি সহযোগী সংস্থাকে ৮৭৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ এবং ১৮.৯৩ মিলিয়ন টাকা অনুদান হিসাবে প্রদান করা হয়েছে।

২,৬৭৯ সদস্যকে নতুন গৃহ নির্মাণ, পুরাতন গৃহ সংস্কার ও সম্প্রসারণ বাবদ সংস্থাসমূহ মোট ৭১৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত সাতটি সংস্থা জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০ সময়কালে পুরাতন সদস্যসহ নতুন ৫৩৬ জন সদস্যের মাঝে মোট ৯১ মিলিয়ন টাকা গৃহ নির্মাণ ঋণ বিতরণ করেছে।

আবাসন ঋণ কর্মসূচি

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন দরিদ্র মানুষদের সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন তাদের উৎপাদনশীলতা ও মানব মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এই লক্ষ্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত আবাসন তৈরির জন্য ২০১৯ সাল থেকে পিকেএসএফ নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে 'আবাসন ঋণ কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করছে।

বর্তমানে এটি ১৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১৬ জেলার ৩৩ উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। পিকেএসএফ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সংস্থাসমূহকে মোট ৩১৭.৫০ মিলিয়ন টাকা গৃহ ঋণ বাবদ প্রদান করা হয়।

উল্লিখিত সময়ে, সংস্থাসমূহ ১,০১০ জন সদস্যের মাঝে সর্বমোট ২৬০.৯ মিলিয়ন টাকা গৃহ নির্মাণ ঋণ বাবদ বিতরণ করে এবং জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০ মেয়াদে সংস্থাসমূহ পুরাতন সদস্যসহ নতুন ১১৬ সদস্যদের মাঝে ২৫.৫ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে।

পিকেএসএফ-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের মাঠ পরিদর্শন

করোনা পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীতেই বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে স্থবিরতার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এই অবস্থা থেকে আমরা এখনো নিস্তার পাইনি। করোনার প্রকোপের ব্যাপকতা কিছুটা সীমিত করার লক্ষ্যে সরকার ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মে ২০২০ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবন করার দায়বদ্ধতা ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে সরকার ধীরে ধীরে জনজীবনে স্বাভাবিকতা আনার প্রচেষ্টায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সংক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনও (পিকেএসএফ) কার্যক্রম শুরু করে। করোনাকালীন বহুবিধ সীমাবদ্ধতার জন্য পিকেএসএফ কর্মীদল এবং এই সংস্থার সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ অনলাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে সকল ধরনের উদ্যোগ নির্বাধে পরিচালনা করার ব্যবস্থা নিয়েছিলো। করোনা পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে সর্বতোভাবে সহায়তা করার চেষ্টা করেছেন পিকেএসএফ-এর সকল পর্যায়ের কর্মীবৃন্দ। এসব কার্যক্রমের রূপরেখা ও নির্বাচিত বিবরণী সংকলিত হয়েছে পূর্ববর্তী সংখ্যার তথ্যসাময়িকীতে। বর্তমান সংখ্যায় আলাদাভবে বিষয়টির উল্লেখ করা সমীচীন এই কারণেই যে, এই প্রকাশনায় আমাদের কর্মবিবরণী পাঠ করলেও বোঝা যাবে, পিকেএসএফ তার কার্যক্রম পরিচালনায় সকলকে সংযুক্ত রাখার অভিপ্রায়ে বেশ কয়েকটি ওয়েবিনার ও ভার্চুয়াল সভার আয়োজন করেছে। কিন্তু উল্লেখ করা প্রয়োজন, করোনার সংক্রমণ ও মৃত্যুহার সামান্য হ্রাস পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং দুই জন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। দুর্যোগপ্রবণ হাওর অঞ্চলে হতদরিদ্রদের নিয়ে পিকেএসএফ-এর এই কার্যক্রম সংস্থার রূপকল্প ও লক্ষ্যকে বিশেষভাবে প্রতিফলিত করে।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের ও ড. মোঃ জসীম উদ্দিন গত ৩০-৩১ অক্টোবর, ২০২০ তারিখ POPI সংস্থার কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে POPI-র নির্বাহী পরিচালক জনাব মুর্শেদ আলম সরকার, পরিচালক, ইইএস জনাব মশিহুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়দ্বয় কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের ইটনা উপজেলার প্রসপারিটি প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের দ্বারা বাস্তবায়িত **ভাসমান খাঁচায় মাছ চাষ পদ্ধতি** পরিদর্শন করেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাজেট প্রস্তুতকালীন দুর্বলতা, বাস্তবায়ন কৌশল ও অগ্রগতি এবং এই পদ্ধতিতে মাছ চাষের সুবিধা অসুবিধা বিষয়ে আলোচনা করেন।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়দ্বয় নিকলি উপজেলার ছাতিরচর ইউনিয়নে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত ভাসমান বিদ্যালয় ও ক্লিনিক, বস্তা পদ্ধতিতে সবজি চাষ, সফল উদ্যোক্তাদের দেশী মুরগী খামার ও অতিদরিদ্র সদস্যের বাড়ি পরিদর্শন করেন। এসময় নিকলি উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ সামছুদ্দিন মুন্না উপস্থিত ছিলেন।

POPI সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত ভাসমান বিদ্যালয় ও ক্লিনিক করোনাকালীন সময়ে বন্ধ থাকায় ছাত্র-ছাত্রীগণ বিদ্যালয়ের সামনে নদীর পাড়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা প্রদান করে। অতিথিগণ ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে লেখাপড়ার বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা ভাসমান বিদ্যালয়ে অবস্থিত কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন। কিশোরীগণ অতিথিদের সাথে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি, করোনাকালীন সচেতনতা ও নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে। তারা তাদের লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব করলে অতিথিগণ ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবিষয়ে আশ্বাস প্রদান করেন।

পিকেএসএফ ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ এবং দুই উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিকলি উপজেলার ছাতিরচর ইউনিয়নের সফল উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বিভিন্ন উদ্যোগ বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা অতি দরিদ্র সদস্যের বাড়ি পরিদর্শন কালে উদ্যোক্তা, সবজিচাষীদের সঙ্গে হাওর এলাকার জীবনযাত্রা, কর্মসংস্থান, দুর্যোগকালীন নিরাপত্তা পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন।

সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের সুষ্ঠু পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে কর্মরত জনবলের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ শাখার মুখ্য উদ্দেশ্য।

পিকেএসএফ কর্তৃক এ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে প্রায় ১ লক্ষ কর্মকর্তাকে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাবের ফলে আমাদের কর্ম-পরিসরে কার্য-সম্পাদন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এসেছে।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহের জনবলের পেশাগত ও কারিগরি দক্ষতা তৈরির লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থার উর্ধ্বতন ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণের বিকল্প হিসেবে "কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে কার্যক্রম পরিচালনা" বিষয়ক ৪দিন মেয়াদী অনলাইনভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়।

বিগত ১০ আগস্ট ২০২০ তারিখে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ অনলাইনভিত্তিক এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদ।

কোভিড-১৯ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সরকার ও পিকেএসএফ কর্তৃক নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে অফিস ও মাঠ পর্যায়ে যথাযথভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে তোলাই এই কোর্সের মূল উদ্দেশ্য।

চলমান অর্থবছরের সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত উল্লিখিত অনলাইন প্রশিক্ষণের আওতায় ৩২টি ব্যাচে ১৬০টি সহযোগী সংস্থার মোট ৭৪৭ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০ সময়ে পিকেএসএফ-এর মোট ৩৩ জন কর্মকর্তাকে ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ০১ জন কর্মকর্তা বার্ড-এর সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ ও সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিচের সারণিতে দেয়া হল।

বিষয়	প্রশিক্ষণার্থী	সময়কাল ও ভেন্যু	আয়োজক সংস্থা
Information Dissemination and Training on Microenterprise Financing Operation Guidelines	৩৩	জুলাই ১২-১৪, ২০২০ পিকেএসএফ ভবন	পিকেএসএফ
বার্ড-এর ৫৩তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলন	০১	সেপ্টেম্বর ১৯-২০, ২০২০ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)

ইন্টার্ন কার্যক্রম

কোভিড-১৯ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পিকেএসএফ ভবনে সর্বসাধারণের প্রবেশ সংরক্ষিত থাকার বিষয় বিবেচনা করে পিকেএসএফ কর্তৃক অনলাইনে ইন্টার্নশীপ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

এক্ষেত্রে জুম অথবা মেসেঞ্জার-এর মত অনলাইন প্লাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণ পিকেএসএফ-এ তাদের সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তার নির্দেশনায় ইন্টার্নশীপ-এর কাজ সম্পন্ন করছে।

বর্তমানে Bangladesh University of Professionals (BUP)-এর ৩ জন শিক্ষার্থী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ Institute of Health Economics-এর একজন শিক্ষার্থী পিকেএসএফ-এর **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ইন্টার্নশীপ করছেন।

SEIP প্রকল্পের কার্যক্রম

পিকেএসএফ সমাজের আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের তরুণদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর আর্থিক সহায়তায় ২০১৫ সাল থেকে দেশব্যাপী Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের ২টি ধাপের আওতায় পিকেএসএফ ৩৮টি সহযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও ৬৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত ০৮টি অগ্রাধিকার খাতের আওতাধীন ১৭টি ট্রেডের ওপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতি

SEIP প্রকল্পের আওতায় সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মোট ১৯,৭৬৮ জন প্রশিক্ষণার্থীর নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে, প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন ১৭,৫০৭ জন প্রশিক্ষণার্থী।

বাকিদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কোভিড-১৯ জনিত মহামারির কারণে বর্তমানে স্থগিত রয়েছে ।

কর্মসংস্থান সম্পর্কিত অগ্রগতি

প্রকল্পের আওতায় এই পর্যন্ত ১২,৯৬৬ জন তরুণ কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত হয়েছে, যা মোট প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীর শতকরা ৭৪ ভাগ।

এর মধ্যে ২৬৮ জন বিদেশে কর্মরত রয়েছেন। প্রকল্পের আওতায় উদ্যোক্তা হতে ইচ্ছুক তরুণদের কর্মসংস্থান প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে পিকেএসএফ ১০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১২৮ জন তরুণকে প্রায় ৭২ লক্ষ টাকা প্রারম্ভিক ঋণ বিতরণ করেছে।

প্রকল্পের তৃতীয় ধাপের অগ্রগতি

প্রকল্পের তৃতীয় ধাপের আওতায় প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণার্থীসহ মোট ১৫,৭০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

গবাদিপশু সুরক্ষা সেবা কার্যক্রম

গবাদিপশুর সুরক্ষা সেবা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পিকেএসএফ Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)-এর আর্থিক সহযোগিতায় Strengthening Resilience of Livestock Farmers Through Risk Reducing Services শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পটি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিগত ১০ জুন ২০২০ তারিখে পিকেএসএফ, SDC এবং Swisscontact-এর মধ্যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ১৩ আগস্ট ২০২০ তারিখে পিকেএসএফ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের মধ্যে Subsidiary Grant Agreement (SGA) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

পিকেএসএফ-এর পক্ষে জনাব গোলাম তৌহিদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং অর্থ বিভাগের পক্ষে জনাব সিরাজুন নূর চৌধুরী, যুগ্ম সচিব এতে স্বাক্ষর করেন।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব মুহম্মদ হাসান খালেদ, সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), পিকেএসএফ; জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, উপ-সচিব, অর্থ বিভাগ এবং জনাব মুর্শেদা জামান, উপ-সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় বিগত ২৮-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে নির্বাচিত সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের জন্য 'প্রাণিসম্পদ লালন-পালনে ঝুঁকিহ্রাস' বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণে তিনটি ব্যাচে প্রকল্পভুক্ত ১৫টি সহযোগী সংস্থার ১৫ প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও ৬০ এক্সটেনশন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

কৈশোর কর্মসূচি

তারুণ্যে বিনিয়োগ টেকসই উন্নয়ন--এই প্রতিপাদ্য নিয়ে পিকেএসএফ-এর মূলস্রোতের আওতায় জুলাই ২০১৯ হতে দেশের ৫৯টি জেলার ২৩০টি উপজেলায় নির্বাচিত ৬৯টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে কৈশোর কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে উন্নত মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা সম্পন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলা। কর্মসূচির আওতায় কিশোর-কিশোরী ক্লাব ও স্কুল ফোরাম গঠনের মাধ্যমে সার্বিকভাবে ৪টি উদ্দেশ্যে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, যথা (১) সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল্যবোধের অনুশীলন, (২) নেতৃত্ব ও জীবন-দক্ষতা উন্নয়ন, (৩) পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবা এবং (৪) সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড। করোনা ভাইরাসের স্থানীয় সংক্রমণ রোধের জন্য পিকেএসএফ পরিচালিত 'সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি'র আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের জমায়েতকেন্দ্রিক কর্মসূচিগুলো সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। তবে চলমান কৈশোর কর্মসূচি'র আওতায় যথারীতি স্বাস্থ্যবিধি মেনে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল্যবোধ অনুশীলন

- **ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন** ২ জুলাই সিরাজগঞ্জ জেলার শাহাজাদপুর উপজেলার সরিষাকোল উত্তরপাড়া কিশোরী ক্লাবে উঠান বৈঠক এবং **পল্লী মঙ্গল কর্মসূচী** ৭ জুলাই ২০২০ সাভার উপজেলার ঘোষবাগ এলাকায় স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন করে।
- **গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা** ৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ ভোলার চরছিফলী কিশোর ক্লাব এবং ৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইলিশা কিশোরী ক্লাবের উদ্যোগে সামাজিক সচেতনতা ও মূল্যবোধ উন্নয়ন এবং 'কোভিড-১৯' প্রতিরোধে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন বিষয়ে আলোচনা সভা ও উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

  অনুষ্ঠান শেষে ক্লাবের সদস্যরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক ও সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করে।

- **সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস** ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলায় জাজিয়ারা কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা ২৩ সেপ্টেম্বর এবং **সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিসটেন্স** ২৫ সেপ্টেম্বর হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলায় উদয়ন কিশোর ক্লাব ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে মানববন্ধন ও র‍্যালি আয়োজন করে।

খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ

বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন ২৩ জুলাই এবং **ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন** ১৭ আগস্ট ২০২০ বিভিন্ন কিশোর-কিশোরী ক্লাবে লুডু, ক্যারাম বোর্ড, দাবা, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ করে।

অন্যান্য কার্যক্রম

- **ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন** ২৯ আগস্ট চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার গোয়াজের পাড়া কিশোরী ক্লাবে এবং **জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন** ১৩ আগস্ট খুলনার রূপসায় সামন্তসেনা কিশোর ক্লাবে এবং **মৌসুমী** ২৭ আগস্ট নওগাঁ সদরের চকপ্রসাদ কিশোরী ক্লাবে স্বাস্থ্যক্যাম্প আয়োজন করে। এতে বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার উপকারিতা ও সুষম খাদ্য গ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা এবং স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়।
- **বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন** ৬ সেপ্টেম্বর যশোরের অভয়নগরের পায়রা কিশোরী ক্লাবে এবং **দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা** ১৬ সেপ্টেম্বর নওগাঁ সদর উপজেলায় কুশাডাংগা কিশোরী ক্লাবে **দক্ষতা** ও নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা সভা ও কর্মশালা আয়োজন করে।
- **জাগরণী** চক্র **ফাউন্ডেশন** ১৬ জুলাই খুলনার শিরোমনি পশ্চিমপাড়া কিশোরী ক্লাব এবং **সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা** ২০ জুলাই ২০২০ রাড়ুলী স্যার পিসি রায় কিশোর ক্লাব, মোহিনী কিশোরী ক্লাব, পুষ্প কিশোরী ক্লাব এবং বাঁকা মাধবীলতা কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের মাঝে আম, জাম, লেবু, পেয়ারা, জলপাই, আমড়া প্রভৃতি গাছের চারা বিতরণ করা হয়।
- **ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম** ১৪ সেপ্টেম্বর সিরাজগঞ্জে বাল্যবিবাহ, যৌন হয়রানি, নারী ও শিশু নির্যাতন এবং যৌতুক, মাদক, দুর্নীতি বিরোধী অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন করে। এছাড়া সংস্থাটি বিগত ১৩ সেপ্টেম্বর বাগবাড়ি রিজিয়া খানম স্মৃতি কিশোরী ক্লাবে কিশোর-কিশোরীদের মাঝে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা আয়োজন করে।
- **রুরাল রিকন্সট্রাকশন ফাউন্ডেশন** ২০ সেপ্টেম্বর নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার কাশিপুর ইউনিয়নের কাশিপুর কিশোরী ক্লাবে কিশোর কিশোরীদের ভাবনায় বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার ওপর গল্পলেখা প্রতিযোগিতা আয়োজন করে।

ঋণ বিতরণ: পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ৩৮.৬৬ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থায় ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৩৮৬.১৪ বিলিয়ন টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায়ের হার শতকরা ৯৯.২৩ ভাগ। নিচে জুন ২০২০ পর্যন্ত ফাউন্ডেশনের ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

কর্মসূচি/প্রকল্প	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ জুন ২০২০ পর্যন্ত (পিকেএসএফ - সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণস্থিতি (পিকেএসএফ - সহ. সংস্থা) জুন ২০২০ (মিলিয়ন টাকায়)
মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ		
জাগরণ	১৩৭৩৫৮.৮৯	১৭৮৩০.৭৪
অগ্রসর	৭০০৯৬.২০	১৫৪৩৪.৯৫
সুফলন	৯৬৬০৭.৬০	৫৭১৬.৮০
বুনিয়াদ	২৬৫২১.৭০	৩১৮৩.০৯
সাহস	১০১৪.২০	১৯.০০
কেজিএফ	১৮৪৮৭.৭০	৪২৮৮.৪৫
সমৃদ্ধি	৮২৭৩.০৩	৩৮৯৪.৬৬
লিফট	১৯৪৬.১২	৯২০.৪৯
এসডিএল	৫৮৮.৫০	৩০০.০০
আবাসন	২৫০.০০	২৩০.২৩
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	৩১৫৮.৭৫	১৩৬.৫১
মোট (মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ)	**৩৬৪৩০২.৬৮**	**৫১৯৫৪.৯১**
প্রকল্পসমূহ		
ইফরাপ	১১২২.৫০	১৩.৬৯
এফএসপি	২৫৮.৭৫	০.০০
এলআরপি	৮০৩.৮০	০.৫৫
এমএফএমএসএফপি	৩৬১৯.৬০	৯১.৯০
এমএফটিএসপি	২৬০২.৩০	৩.৬০
পিএলডিপি	৫৯৩.৯১	০.০০
পিএলডিপি-২	৪১৩০.১৯	৮৭.৪৭
এলআইসিএইচএসপি	৭৭৮.০০	৬৯১.৩০
অগ্রসর (এমডিপি)	৪১২৮.৬৬	৪১১৫.৪০
অগ্রসর (এসইপি)	৩১১০.০০	২৯০৬.০০
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	৬৮৩.৭১	৯.০০
মোট (প্রকল্পসমূহ)	**২১৮৩১.৪৩**	**৭৯১৮.৯১**
সর্বমোট	৩৮৬১৩৪.১১	৫৯৮৭৩.৮১

ঋণ বিতরণ ২০১৯-২০২০ (জুলাই '১৯-জুন '২০) (মিলিয়ন টাকায়)		
কার্যক্রম/প্রকল্প	**পিকেএসএফ-সহ. সংস্থা**	**সহ.সংস্থা - ঋণগ্রহীতা**
জাগরণ	১০২১৬.২০	১৭৬১০৫.৪৫
অগ্রসর	৭৩৬০.৩০	১৮৯২৯২.৮০
বুনিয়াদ	২০৩৫.২০	৭১৯১.৭৪
সুফলন	৮২০৩.৫০	৪৬৫২৭.২৬
কেজিএফ	১৫৪০.০০	৩০৬৪.৪২
লিফট	২৯১.০৮	১৬৫৫.৮৭
সমৃদ্ধি	১৯১০.২০	৫৬৬১.৩৭
অগ্রসর-এমডিপি	৪১২৮.৬৬	৪৩২৬.৬০
অগ্রসর-এসইপি	২০৯০.০০	১০৭৭.৯৯
এলআইসিএইচএসপি	৪২৫.০০	২৯১.০১
আবাসন	১০০.০০	১৩৬.৫২
অন্যান্য	৩৬৫.১০	৩৬২৪২.৫৬
মোট	৩৮৬৬৫.২৪	৪৭১৫৭৩.৫৮

ঋণ বিতরণ: সহযোগী সংস্থা-ঋণগ্রহীতা সদস্য

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ৪৭১.৫৭ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এই সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ ৪০৪৪.২৩ বিলিয়ন টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.৪১। জুন ২০২০ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা সদস্য পর্যায়ে ঋণস্থিতির পরিমাণ ৩৩৪.০৫ বিলিয়ন টাকা। ঋণগ্রহীতা সদস্যের সংখ্যা ১৪.৪৩ মিলিয়ন, যাদের ৯০.৬৮ শতাংশই নারী।

Component-wise Loan Disbursement : PKSF to POs in FY 2019-2020 (Million BDT)

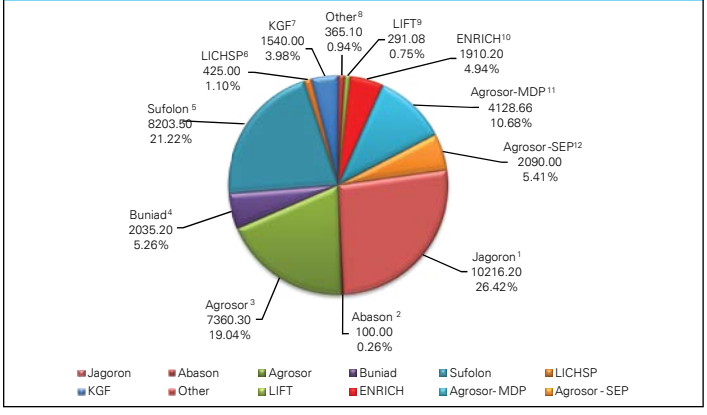

Component-wise Loan Disbursement : POs to Clients in FY 2019-2020 (Million BDT)

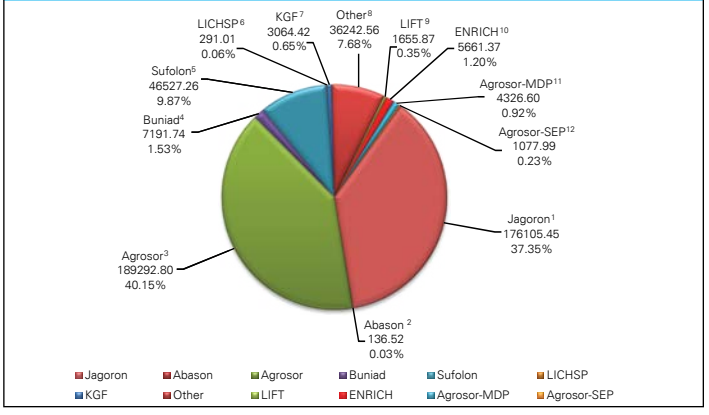

পিকেএসএফ প্রসঙ্গে

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। একদিকে উন্নয়নের মূলধারা থেকে দূরবর্তী গ্রামীণ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পিকেএসএফ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে, অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও দক্ষতা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের এইসব সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বহুমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিগত প্রায় তিন দশকে পিকেএসএফ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে মূলস্রোত কার্যক্রম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচিসমূহ মানুষ ও সমাজের চাহিদাসাপেক্ষে নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে নবায়ন, পরিবর্ধন এবং সম্প্রসারণ করে চলেছে।

পিকেএসএফ-এর বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ	সভাপতি
জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ)	সদস্য
রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ	সদস্য
জনাব অরিজিৎ চৌধুরী	সদস্য
মিজ পারভীন মাহমুদ	সদস্য
মিজ নাজনীন সুলতানা	সদস্য
ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী	সদস্য

সম্পাদনা পর্ষদ

উপদেশক : জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ
ড. মোঃ জসীম উদ্দিন
সম্পাদক : অধ্যাপক শফি আহমেদ
সদস্য : সুহাস শংকর চৌধুরী
শারমিন মৃধা
সাবরীনা সুলতানা

বুক পোস্ট

ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের উন্নয়নে RMTP প্রকল্পের উদ্বোধন

ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের অধিকতর বিকাশের লক্ষ্যে Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP) শীর্ষক নতুন একটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু করেছে পিকেএসএফ। ২৩ আগস্ট ২০২০ তারিখে পিকেএসএফ ও আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য ছয় বছর মেয়াদী এই প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়।

এই ভার্চুয়াল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম এবং সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। প্রকল্পের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে উপস্থাপনা প্রদান করেন জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশে রাজকীয় ড্যানিশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত HE Ms Winnie Estrup Petersen এবং ইফাদের কান্ট্রি ডিরেক্টর Mr Omer Zafar। এছাড়া, পিকেএসএফ ও নির্বাচিত সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে মতবিনিময় করেন। সভায় ক্ষুদ্র-উদ্যোগ খাতের বিকাশে প্রকল্পটির যথাযথ বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

কৃষি খাতে ক্ষুদ্র-উদ্যোগ কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ত্বরান্বিত করতে কাজ করবে RMTP। এ লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোগ কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্যে আর্থিক সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণের পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের নানাবিধ কারিগরি ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান করা হবে। প্রকল্পের আওতায় গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, উচ্চ মূল্যমানের শস্য ও উদ্যান কৃষি (Horticulture), এবং মৎস্যচাষ -- এই তিনটি প্রধান কৃষি খাতভুক্ত পণ্যের ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড, ক্ষুদ্র উদ্যোগে আর্থিক পরিষেবা প্রদান এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নে সহায়তা দেয়া হবে। প্রকল্পটিতে Internet of Things (IoT) ও Artificial Intelligence (AI) ভিত্তিক আধুনিক চাষাবাদ ও উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পাশাপাশি অধিকতর স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে Blockchain Technology ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উদ্যোক্তাদের জন্য ইক্যুইটি ফাইন্যান্সিংয়ের সুযোগ সম্প্রসারণে Crowdfunding Platform চালু করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের পাশাপাশি নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ প্রকল্পের আওতায় উদ্যোগের অর্থায়নে অংশগ্রহণ করবে।

দেশের ৪.৫ লক্ষ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে প্রত্যক্ষ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাস্তবায়িতব্য এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে ইফাদের অর্থায়নের পরিমাণ ৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সহ-অর্থায়নকারী হিসেবে ডানিডা ৮.৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সরবরাহ করবে। অবশিষ্ট অর্থ পিকেএসএফ, সহযোগী সংস্থা, নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি খাত ও উদ্যোক্তারা যোগান দেবে।

উল্লেখ্য, স্বকর্ম ও মজুরি কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ ২০০১ সাল থেকে ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে প্রায় ৩০ লক্ষ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে নিয়োজিত শ্রমজীবী মানুষ এ কার্যক্রমের আওতায় নানাবিধ আর্থিক, কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছেন।